ওঁ মা

সরস্বতীর পদ ভরসা মাত্র

❀ টুসু সঙ্গীত ❀

কবিকর এবং গুর শিল্পী শ্রীমতিরাম টুডু

সহ সুর শিল্পী—শ্রীগুরুপদ বাউরী।

গীত সঙ্গীত—শ্রীবলহরি বাউরী।

এষ্টে—শ্রীবলরাম বাউরী।

গ্রাম—জোড়বেড়িয়া + বড়গাজাড়ি।

পো.—মানবাজার।

জেলা—পুরুলিয়া।

মূল্য—৩০ পয়সা মাত্র।

বিবেকানন্দ প্রেস, পুরুলিয়া।

১) রং পদ্ম পুরান মা সরস্বতী
মাতার শ্বেত পদ্মতে বসতি

২। এস মাতা দয়া করে, পূজিব রীতিনীতি।
হংস বাহন বীণা ধারী, শ্বেত পদ্মতে বসতি।
২। তুমি দয়া না করিলে, কি হবে মোদের গতি
মস্তকেতে বুদ্ধি দাও মা, প্রাণে দাও মা শান্তি।
৩। কিবা ধনী কিবা গরীব, সকলেই তোমার ভক্ত
কিবা হিন্দু কিবা মুসুলিম (তোমার) পূজা করে মা সকল জাতি।
৪। বলাই বলে দাও আমার হৃদয়ের ভক্তি।
তুমি মাতা না দিলে গতি, ছাড়বনা কোন মতি।

২। রং নব যৌবন অঙ্গটি দেখে
বন্ধু মন মানে না আর ডাকে।

১। যার নাই তোমার প্রেমে, ভালে ছিলে তুমি কাকে,
তোমার প্রেমে নাই হে মধু জানে আছি হে তকে।
২। তোমার প্রেমে ভুলে বল ভালবাসা কর কাকে,
তুমি হে প্রেমের মরা, সকলেই জানে তকে।
৩। চুলটি মুখটি কাল, তাই ভালে কিলোক তকে,
যতই লাগাও হিমানী আর, নাই ভালিবে লোক তকে।
৪॥ পিরিতির কেমন মজা, জানালি হে কোথা থেকে,
পরের ঘরে মান্দার থাকিস তাই কি তোমার রূপ থাকে।
৫। কলি যুগের কথা শুনে, মতি হে ভাবে থাকে
ইন্দিরার রাজ্য বলে, মেয়া ছেলার নাই থাকে।

৩) রং যৌবন ভোরের গরব কত দিন।
গরব থাকে নালো চিরদিন॥

১। যৌবন গরব থাকে নালো, রবে নালো চির দিন,
যৌবন ভোরের গরব ধনী আছে নিসি দিন।
২। গরব তোমার থাকে নালো, আসবে না আর সুখের দিন,
এমন কপাল এসে যাবে, কাটবি দুঃখে নিশি দিন।
৩। গরব করে বাপের ঘরে, তুমি আজ নিসি দিন,
তুমার লাগে বুড়া বরে, বসে গুণে শুভ দিন।
৪। মতি দেখে কলি যুগের, এমনি রিতি দিনে দিন,
ধর্ম্ম কর্ম নাইরে বিচার, কাটায় তারা শুভ দিন।

৪) র একা ঘরে ঘুমত ধরে না।
তুমি আসব বলে এলে না॥

১। ভাল বাসার এমনি নেশা, ভুলতে ত আর পারি না,
ভালবাসা করিলে পরে, কেনইযে মন মানে না।
২। সারা দিনেই ভালা চাহা, করে হে রসিক জনা,
সময় পেলে আসবে তুমি, এখন কিছু বলছিনা।
৩। তোমার আশায় আমি থাকি, তুমি কেন এসোনা,
আমার কাছে মন নায় তোমার, আমায় দাগা দিও না।
৪। আগে তুমি কথা দিলে আসব আমি সজনা।
এখন তুমি ভুলে গেলে, প্রাণে দিলে যাতনা॥
৫। মতি বলে মেয়েছেলের, করিস না লাঞ্ছনা,
মেয়েছেলের কষ্ট দিলে, ভগবান দেয় পাপ খানা।

রং কিসের ধনি এত ছলনা।
আমি বুঝি না ভাই লাঞ্ছনা॥

১। কেন ধনী স্বামী সঙ্গে, মেলা মেশা করনা,
জানি তোমার গোপনের প্রেম (গায়ে) বন্ধু সঙ্গে অনাগনা।
২। পরের স্বামীর সঙ্গে ধনী, কিসের তোর আনাগনা,
যৌবন ভোরে গরব করে, আছিস তুমি সজনা।
৩। পরের স্বামী ভালে নারে গেলে তোর যৌবন খানা,
শেষের সময় বুঝবি তুই, [যখন] নিজের স্বামী ভালবেনা।
৪। বাপের ঘরে ছিলে যখন, সঙ্গেতে কত জনা,
কেউ বা দিত ব্যালুউজ বডি, কেউ দিত শাড়ি খানা
৫। মতি বলে মেয়ে ছেলে, গরব কিন্তু থাকে না,
শেষের সময় বুঝবি তুই, প্রাণে পাবি যাতনা।

রং কে জানে তোর প্রেমে মধু আছে।
আগে আসিতে হে তোমার কাছে॥

১। প্রেমের খেলায় কেমন মজা, পাইনা হে কার কাছে,
প্রথম আমি প্রেম করিনি, জানলি হে তোমার কাছে।
২। জানি না ভাই এত মজা, প্রেমেতে মধু আছে,
এখন আমি জানলি হে, প্রেম করে তোমার কাছে।
৩। তাই তো ধনী বসে থাকে, প্রেমের খেলা আসাতে,
প্রেমের খেলার আশা করে, ফিরে যায় শ্যামের কাছে।
৪। প্রেমের খেলায় মজায় ধনী, ভুলে যায় গৃহের কাজে,
এখন যাব অখন যাব, (শ্যামের) সঙ্গে দেখা করিতে।
৫। ধনী বলে এখন আমি, খেলব প্রেম তোমার কাছে,
সময় পেলে যাব আমি, খেলব প্রেম তোমার সাথে।

৬। ধনী এখন পাগল হল। প্রেম খেলায় মজে আছে।
প্রেমের নেশা বড় নেশা, সকলেই মজে আছে ॥
৭। মতি দেখে মেয়েছেলের, দিনে দিনে প্রেম বাড়িছে।
বসে বসে ভাবে মতি, কলিযুগ পড়ে গেছে ॥

৭) রং সতীন উপর বিয়ে দিওনা।
সতীনের সইতে নারি গাঁজনা ॥

১। বারে বারে বারণ করি, অই ঘরে ঘর করোনা,
বাছা কিন্তু এমনি নিঠুর, কার কথা মানে না।
২। অই ঘরেতে ঘর করে, আমার মনের বেদনা,
কি করিব কোথা যাব, মরণ কেন হলো না।
৩। বিয়া হয়ে শশুর বাড়ি, আমি যাতে মানি না,
চাঁচর চুলা কুবুজা ছড়া, আমার সঙ্গটি ছাড়ে না।
৫। শশুর বাড়ি যাবার পরে, সতীনের লাঞ্ছনা,
থাকতেও নারি যাতেও নারি, কি করিব সজনা।
৫। বাপের ঘরে আসব বলে (স্বামী) আসতে দিলনা,
সতীন কে ত ভাল বাসে, আমায় ভাল বাসে না।
৬। কোন কথা বলতে গেলে, (স্বামী) কথা গ্রাহ্য করে না,
তার উপরে সতীন মাগি, আমাকে দেয় গাঁজনা।
৭। দেখতে নারি ঢংঢাম, সইতে নারি বেদনা,
গলায় দড়ি দিব আমি, শশুর বাড়ী যাব না।
৮। মতি বলে অগো ধনী এমন কাজটি কর না,
জীবন হারা হলে পরে, আরত ফিরে পাবে না

৮) রং কই গো ধনী বিয়ে হইল।
তোমার যৌবনটি চলে গেল ॥

১। তোমার বিয়ে হবে বলে; মাঘ মাসেতে দিন ছিল,
তোমার ধনী গরব দেখে, আরত বিয়ে না হলো।
২। মেয়ে ছেলের কাটিং দেখে, সকলেই অবাক হল,
পরের স্বামী ভালে ভালে তোর যে লো যৌবন গেল।
৩। ধনীর কপাল এমনি মন্দ, স্বামী আর জুটে না,
শেষ কালে সে কি করবে, ঘর থাকে বেরায় গেল।
৪। বলাই বলে কলি যুগের; এই রীতি চালু হল,
জাতির বিচার না করিছে, এইত কলির মান হল।

৯) রং লেখা পড়া শিখেছে যারা।
লোককে খাতির না করে তারা ॥

৪। নারীর কাছে বাহাদুরি করে হে সবাই তারা,
মুখে কথা বলে নারে, হাতে দেই ইসারা।
৫। মতি যেহে মূর্খ আছে, কি করি উপায় হারা,
নারী সঙ্গে কথা বলে ছিছি, করে তারা।

১০) রং কাজল পরা বাঁকা দুনয়ন।
ধনী সেজেছে চাঁদের মতন॥

১। বাপের ঘরে ধনী আমার, ঘুরে বেড়াত যখন,
মুখেতে পান বাঁকা সিতা, দেখতে ফুলের মতন।
২। যত গরব কর ধনী (স্বামী) পাবে না মনের মতন,
মেয়েছেলের কপাল মন্দ, জেনেছি আমি এখন।
৩। ওগো ধনী চাঁন্দ বদনী, ছেড়ে দে বাঁকা নয়ন,
এখন তোর সময় আছে, খুজে দেখ স্বামীর মন।
৪। এখন তুই বুঝিবি নালো, আছিস বিলা সিতামন,
যখন তোমার বয়স যাবে, গুমুরে মরবি তখন।
৫। মতি কিন্তু বকা আছে, বুঝেতা প্রেমের সাধন,
মায়া জালে পড়লে পর কি করিবে সে তখন!

১১) রং কৌরব বংশ ধ্বংস হইল।
সনার সিংহাসন উড়ে গেল॥

১। দুর্য্যধন হি স্র মন, বড় হে দুষ্ট ছিল,
বিনা যুদ্ধে দিল না ভাই, একটুকু রাজ্য তিল।
২। যুধিষ্ঠির সত্য ছিল, কিছু না আর বলিল,
ভীম তাদের বলবান, রেগে বসে রহিল।
৩। তাদের দেখে দুর্য্যধনের, প্রাণে আগুন জলিল,
কি করে ধ্বংস করি ভাই, কি করি বল।
৪। কৌরব বংশ সত ভাই, বড় দুষ্ট ছিল,
পাণ্ডব বংশ ধ্বংস করিতে বড় তাদের মন ছিল।
৫। দুর্য্যধনের কটু বুদ্ধি, শকুনি মামা ছিল,
পাণ্ডব এরা পাশা খেলায় সব কিছু হারাইল।
৬। যুধিষ্ঠির সত্য বচন, দ্রৌপদিকে আড়িল,
শকুনির ছলনাতে তাহা কেও হারাইল।
৭। দুশাসন দুষ্ট ছিল [দ্রৌপদির] বস্ত্র হরণ করিল,
ভগবানের সহায় আছে, তাহা কি আর পারিল।
৮। দুর্য্যধনের আদেশে এরা বনবাসে চলিল,
বার বৎসর বনবাস এক বৎসর অজ্ঞাত বাস হইল।

৬। যুধিষ্ঠির সত্য বচন. দ্রৌপদিকে আড়িল.
শকুনির ছলনাতে তাহা কেও হারাইল।
৭। দুশাসন দুষ্ট ছিল [দ্রৌপদির] বস্ত্র হরণ করিল.
ভগবানের সহায় আছে, তাহা কি আর পারিল।
৮। দুর্য্যধনের আদেশে এরা বনবাসে চলিল,
বার বৎসর বনবাস এক বৎসর অজ্ঞাত বাস হইল।

১২] রং পঞ্চ পাণ্ডব বনবাসে যায়।
তাদের বড় মনের বেদনায়॥
১। বন বাস যাবার সময়. কৃষ্ণ ছিল হে সহায়.
বনের ফল মুল আহার করে, সুখে তাদের জীবন।
২। বার বৎসর কেটে গেল, দুঃখ তাদের রহিল নার.
একটি বৎসর অজ্ঞাত বাস থাকিতে হবে হে লুকায়।
৩। বার বৎসর বনবাসে, কেটে কেছে সুখে তার,
ফিরে গেলেশ রাজ্য পাব. এই হল তাদের চিন্তায়।
৪। অজ্ঞাত বাস বাস কেটে পরে দেশের দিকে ফিরে যায়.
ভগবানের সহায় আছে, পাণ্ডব বংশের জয় হয় তার।
৫। দেশে ফিরে এসে তারা. নিজের রাজ্য ফিরে চায়,
দুর্য্যধন বড় দুষ্ট, বিনা যুদ্ধে দিল নায়।
৬। তখন পাণ্ডব কি করিবে, বাধ্য হয়ে যুদ্ধ চাই.
যুদ্ধ যদি না করিলে, রাজ্য ফিরে নাহি পাই।
৭। দুর্য্যধনের সত সৈন্য, পাণ্ডবদের তো কিছুই নাই.
একটি মাত্র তাদের আছে, শ্রীকৃষ্ণ হে সহায়।
৮। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে মাঠে, সত সৈন্য মরে যায়,
কি করিবে দুর্য্যধন পড়ে গেছে নিরূপায়।
৯। অব শেষে ভীম সেন যুদ্ধা দুর্য্যধনকে মারতে চায়,
দুর্য্যধন কি করিবে বাধ্য হয়ে যুদ্ধে যায়।
১০। ভীম আর দুর্য্যধনের যুদ্ধে, আকাশ পাতাল ভঙ্গতাই,
দুর্য্যধন ভীমকে পারে, আছে যে কৃষ্ণ সহায়।
১১। শ্রীকৃষ্ণ মনের আসা, সকল পুরুন হয়ে যায়,
কৌরব বংশ ধ্বংশ হল, পাণ্ডব বংশে জয় হয় ভাই।
১২। মতি বলে এই বাহিনী, মহাভারতে শুনিতে পায়।
মনের আসা পুরাইলাম টুসুর গান ছাপাই তাই॥